ফিল্ম ক্লাসিক নিবেদিত

চারণকবি

মুকুন্দদাস

চণ্ডীমাতা ফিল্মস

পরিবেশিত

গান

(১)

ভাই চল্‌রে চল্‌রে চল্‌, কর্ম্মের নিশান উড়ায়ে চল্‌ ;
বাজে মা নামের ভেরী, ধরা হোকরে টলমল।
চল চল চল।
বসে কি ভাবিস্‌ তোরা, ডাক্‌ছে মা দিস্‌নে সাড়া
তোরা কি জ্যান্ত মরা হলিরে সকল
চলরে চলরে চল্‌।
মায়ের নামের ডঙ্কা দিয়ে, দাঁড়াবি তোরা বুক ফুলিয়ে
তোরা যে মায়ের ছেলে বীর সেনাদল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।

(২)

জাগো জাগো গনদেবতা
ঐ এ'ল নবযুগ এ'ল সাড়া
দিকে দিকে মুক্তির শঙ্খ বাজে।

(৩)

গোঠে আমি যাব মাগো, গোঠে আমি যাব,
শ্রীদাম-সুদাম সঙ্গে, বাছুরে চরাবো।
চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াইয়া পথে
পীতধরা দে গো মা, গলায় দেহ মালা
মনে পড়ি গেলো মোর কদম্বের তলা।
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী
সাজায় বিবিধ বেশে, মনের মূরতি।
আহা গোপাল সেজেছে কিবা অপরূপ সাজে:
গোপাল সেজেছে।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চাঁদ বয়াণ
কহে, শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীরননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে, নবনী লোভিত হরি
মায়ের বদন হেরি করপাতি নবনীত মাগে
আহা রাণী দিল পূরিকর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়। খাইতে খাইতে নাচে
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে। গোপাল নাচেরে
হেরি হরষিত ভেল মায়।

(৪)

মাধব বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সোঁপণ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়
কিয়ে মানুষ পশু পাখী ভএ জনমিয়ে
অথবা কীটপতঙ্গ,
করম বিপাকে গতাগতি পুনপুন
মতি রহু তুয় পরসঙ্গ
জয় শঙ্খগদাধর নীলকলেবর পীতপটাম্বর দেহিপদম
জয় সত্যজনাশ্রয় মঙ্গলকারণ অন্তিমবান্ধব দেহিপদম
জয় দুর্জ্জয় শাষণ কেলিপরায়ণ কালিয়াদমন দেহিপদম
জয় ভক্তজনাশ্রয় দীনদয়াময় চিন্ময় অচ্যুত দেহিপদম।
আনন্দে গাহি গুনগাণ
জয় রাধে গোবিন্দ নাম
অবিরাম জপি তব নাম ॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দিনবন্ধু জগৎপতে
গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে ॥

(৫)

ও ভোলামন—
চুপ করে তুই আছিস্‌ কি বলে
তোর ভাঙ্গাঘরে তিনটে খুঁটি
তাও রেখেছিস্‌ চাল তুলে—
ও ভোলামন।
তোর অন্ত গেছে দন্ত গেছে
পাক্‌ ধরেছে চুলে
এখন যে কটা দিন আছেরে মন
পার করে দে হরি বলে ॥

আর কেন তুই ভাবিস্‌ একা
বসে মজা নদীর কুলে
এখন পাল তুলে দে জীবন তরীর
হিসাব নিকাশ যারে ভুলে ॥

(৬)

বিধির বাঁধন কাট্‌বে তুমি এমন শক্তিমান
তুমি কি এমন শক্তিমান।
আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে
এমনি অভিমান তোমার এমনি অভিমান ॥
চিরদিন টান্‌বে পিছে চিরদিন রাখবে নীচে
এত বল নাইরে তোমার সবে না সেই টান ॥
শাসনে যতই ঘেরো
আছে বল দুর্বলেরও
হওনা যতই বড় আছেন ভগবান

আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নেরে
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান ॥

(৭)

বন্দে মাতরম বলে নাচরে সকলে কৃপান লইয়া হাতে
দেখুক বিদেশী, হাস অট্টহাসি
কাঁপুক মেদিনী ভীম পদাঘাতে ॥
বাজাও দামামা কাঁড়াঘন্টা ঢোল,
শঙ্খ করতাল জয়ডঙ্কা খোল ;
নাচুক ধমনি শুনিরে সে রোল।
হউক নূতন খেলা শুরু এ ভারতে ॥
এখনো কি তোদের আছে ঘুম ঘোর
গেছে কুলমান, মোছ্‌ আঁখি লোর।
হও আগুয়ান ভয় কিরে তোর—
বিজয় পতাকা তুলে নিয়ে হাতে ॥

(৮)

সকল কাজের মিলবে সময়
আগে দুটি ভাতের জোগাড় কর তোরা পেটের
জোগাড় কর ॥
মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে আজ
কষে লাঙ্গল ধর ॥
ডেকে নে তাঁতীজোলা
ছাড়িয়ে নেংটী তিলক ঝোলা।
খুলে দে তাঁদের প্রতি ঘরঘর।
কামার কুমার চামার মুচি
তারাই কাজের তারাই শুচি।
ধর জড়িয়ে গলা তাদের ভুলে আপন পর ॥
এত সব যাদের ঘরে
তারাও মরে উপোস করে—
তোদের কথা ভাবলে আসে কম্প দিয়ে জ্বর ॥

(৯)

মায়ের নামে ডঙ্কা দিয়ে
চলরে শঙ্কা যাবে দূরে
শুনিস্‌নে কালের ভেরী
উঠছে বেজে আজব সুরে ॥

(১০)

পণ করে সব লাগরে কাজে খাটবো মোরা দিন
কি রাত।
(এই) বাংলা যখন পরের হাতে,
কিসের মান আর কিসের জাত ॥
যেদিকে চাই বাংলাদেশের
(আজ) সকল দিকই কর্‌ছে গ্রাস।
তোরাই শুধু কেরানীর দল,
এক বোড়ের চালেই হলি মাত ॥

এমন করে পরের হাতে
বিকিয়ে দিলি সোনার দেশ
ধিক বাঙ্গালী নীরব রইলি।
থাক্‌তে কোটি কোটী হাত ॥

(১১)

বাবুদের পায়ে নমস্কার
দেখলেম ভাই ঘোর কলিতে এ জগতে
ভালমন্দের নাই বিচার ॥
যার মা উপোসী ভগ্নি দাসী বাবুর বাড়িতে
সেই ছেলে হয় জমিদার বাগান বাড়ীতে।
বাবু বিদ্যার নামে নব ডঙ্কা
গুড্‌ নাইট গুড্‌ মর্নিং স্যার ॥
কলিতে বউ হয়েছে রং-এর বিবি স্বামী মানেনা—
শাশুড়ী হ'ন ছেলের আয়া স্বামী খানসামা।
তারা ভাশুর শ্বশুর কেয়ার করেনা
বাপ্‌কে বলে মাই ডিয়ার ॥

ছোটখাট চুল ছাঁটা আর সিং তোলা টেরী
যুবক বন্ধুর চোখে চশমা এই দুঃখে মরি
বাবুরা স্ফুর্ত্তি করে বেড়ান ঘুরে
যেন ময়লা টানা গাড়ীর ষাঁড় ॥

(১২)

ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পোরোনা।
জাগোগো ও জননী ও ভগিনী মোহের ঘুমে
আর থেকোনা ॥
কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে
কলঙ্ক হাতে পোরোনা ॥
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্ম্মসাক্ষী জগৎ ভ'রে আছে জানা
চট্‌কদার কাঁচের বালা ফুকের মালা
তোমাদের অঙ্গে শোভে না ॥
বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে কোটী টাকার
কম হবে না
পুঁতীকাঁচ ঝুটো মুক্তায় এই বাংলায়
নেয় বিদেশী কেউ জানে না ॥
ঐ শোনো বঙ্গমাতা শুধান্‌ কথা জাগ আমার যত কন্যা
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন
বিদেশে উড়ে যাবেনা ॥

(১৩)

ফুলার—আর কি দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে !
মন তো তোমার নয় ॥
হাত বাঁধিবে পা বাঁধিবে
ধরে না হয় জেলেই দেবে—
মন কি ফিরাতে পারবে
সে তো পূর্ণ স্বাধীন রয় ॥

মায়ের মন্ত্র নিয়ে কানে
বর্ম্ম এঁটে দেহমনে
রোধিতে কি পারবে রণে—ও ফুলার
তুমি কত শক্তিময় ॥

(১৪)

ও ভাই জাত গেছে সে জাতির—
যারা প্রাণ দেখেনা বিচার করে,
দেখে কেবল বাহির ॥
ধর্ম্ম যাদের লুকিয়েছে ভাতের হাড়ির মাঝে,
সাধুতা যার কপটতা, ভক্ত কেবল সাজে।
অর্থে মাপে মনুষ্যত্ব। কর্ম্ম কেবল নাম জাহির ॥

মুখ বাজিতে বেড়ার বড় ভক্তি চোখের জলে ;
কাজের বেলায় দে পগার পার, থলিতে হাত প'লে
বন্ধু কেবল পাবার বেলায়
দেবার বেলায় নাই খাতির ॥

(১৫)

ছলচাতুরী কপটতা মেকীমাল আর চল্‌বে ক'দিন ?
হাড়িমুচির চোখ খুলেছে, দেশের কি আর
আছে সে দিন ॥
খেতাবধারী হোমরাচোমরা, নেতা বলেই মানতে হবে
মনুষ্যত্ব থাক্ কিনা থাক্, তাঁর হুকুমেই চল্‌বে সবে।
সত্যকে পায় দলবি তোরা আসন চাইবি বিশ্ব জোড়া
হবেনা তা নবীন যুগে হোসনা তোরা যতই প্রবীণ ॥
সংবাদপত্রের উচ্চ স্তম্ভে নাম ছাপিয়ে টেক্কা নিবি,।
মুস্কিল আসান করতে হ'লে কংগ্রেসেরই দোহাই দিবি
ভণ্ডামি আর করবি কত হলিনা না কেউ কাজে রত
মনে রাখিস স্বদেশব্রত কর্ম্মী হবে কর্ম্মতে লীন ॥
নেতারাই দেশ জাগাত সবাই তাদের বলত চারণ
এখন আপনা বেঁচে মালসী পাড়ায় যোগান
তারা ভোটের দাদন
দেশের কাছে পড়লি ধরা আর দাঁড়াবার উপায় নাই
আমরা ভাই বাউল চারণ মুক্তিমন্ত্র ছড়িয়ে বেড়াই
তোদের পতন এতই গভীর
ভাবলেও তা করে স্থবীর
দেশ হাসালি রূপ দেখালি প্রতিভারে করলি মলিন ॥

(১৬

আবার যখন গান ধরেছি, গাবে. গো সেই গান
বুকটা যাতে ফুলে ওঠে শিরায় যাতে রক্ত ছোটে—
তন্দ্রা যাতে যায়গো ছুটে মাতায় যাতে প্রান ॥
অগ্নিগিরির গর্ভমাঝে সাগরগর্জ্জনে—
সিংহনাদে ঝড়ের বুকে মেঘের তর্জ্জন—
এতের ভিতর ওতঃপ্রোত রয়েছে যে সুরের স্রোত,
আজকে সে যে বাহির হবে। প্রলয় অভিযান ॥

গান গেয়েছি অনেক বটে, তাকে কি কয় গান
আকাশ পৃথ্বি হ'ল না তায় টল-টলায় মান—
ভূমিকম্প জলোচ্ছাস উঠ্‌ল না তায় ঘূর্ণী বাতাস,
কোটী প্রাণের সমুদ্রে আজ ডাকলো নাকো বান ॥

(১৭)

জাগো গো জাগো জননী। ও মা শ্যামা
তুই না জাগিলে শ্যামা কেউ জাগিবেনা গো মা।
তুই না নাচালে কারো নাচিবেনা ধমনী ॥
ডেকে ডেকে হলাম সারা কেউ সাড়া দিলেনা মা,
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ কারো প্রাণ কাঁদেনা মা।
তুই না জাগালে প্রাণে কাঁদিবে কি কারো প্রাণ—
না জাগিলে সবার প্রাণ পোহাবে কি রজনী ।।
নাম ধর দয়াময়ী, দয়া কি মা আছে তোর।
দয়া থাক্‌লে মরে কি আজ কোটী কোটী ছেলে তোর !
মরি তাতে ক্ষতি নাই বাসনা মা দেখে যাই।
ভারতের ভাগ্যাকাশে, উঠেছে দিনমণি ॥

(১৮)

সাবধান সাবধান সাবধান।
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্রদৃপ্ত মূর্ত্তিমান।
ঐ শোন তাঁর গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উচ্ছলে,
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে।
হুঙ্কার শুনি গভীর মন্ত্র, কাঁপিতেছে তারকা সূর্য্যচন্দ্র,
বিদরে আকাশ স্তব্ধ বাতাস—
শিহরি উঠিছে জাগত প্রাণ ॥
ভ্রুকুটি কুটিল রক্ত নেত্রে চিত্র ভানু উজ্জলে
উঠিছে কিরিটী গরীমা দীপ্ত ভেদিয়া সূর্য্যমণ্ডলে।
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ তপ্তরক্ত করিতে পান,
সাবধান সাবধান সাবধান।

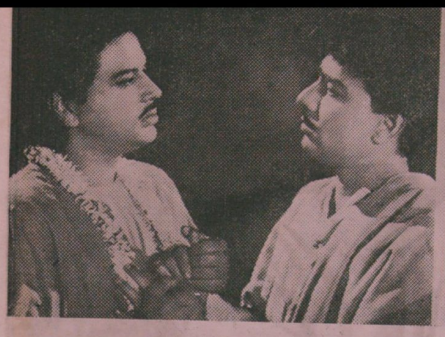

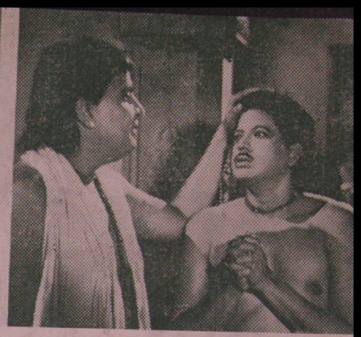

কাহিনী

বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্র যজ্ঞেশ্বর দে। পড়াশুনায় মন নেই, গানে দিকেই মন। ক্লাসের মধ্যেই আপনমনে গান গেয়ে ওঠে। ক্লাসের শিক্ষক এই অপরাধে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের আরও অনেক গুণ আছে। গৃহস্থ বাড়ীতে আগুন লেগেছে—ঘরে ভেতর একটি শিশু সন্তান। যজ্ঞেশ্বর প্রজ্বলিত সেই ঘরের ভেতর ছুটল শিশুটিকে উদ্ধার করতে।

বরিশালের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত পরহিতার্থে যজ্ঞেশ্বরের এই অসমসাহসিক কাজে বিস্মিত মুগ্ধ। যজ্ঞেশ্বরের পিতা গুরুদয়াল পুত্রের পড়াশুনায় অমনোযোগে ক্ষুব্ধ। কিন্তু অশ্বিনীদত্তের মুখে পুত্রের প্রশংসা শুনে প্রসন্ন হ'ন। সর্বজনবরেণ্য অশ্বিনীদত্তের পরামর্শে তিনি ছেলেকে তার মনোমত পথে চলতে বাধা দেন না। একটি ছোট্ট মুদীর দোকান খুলে দেন ছেলের জন্যে।

যজ্ঞেশ্বরের অন্তর সুরের পরশে মায়াবিষ্ট। বীরেশ্বর গুপ্তের আখড়ায় যজ্ঞেশ্বরের কণ্ঠে কীর্ত্তণ গান সকলকে বিমোহিত করে। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে যজ্ঞেশ্বর—কৃষ্ণ-প্রেমে মেতে থাকে সর্বক্ষণ। ঠিক এই সময়ে অসুস্থ পিতার অনুরোধে যজ্ঞেশ্বর বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে।

স্নেহময়ী জননী, সাধ্বী স্ত্রী, একনিষ্ঠ ভ্রাতা তবু শান্তি নেই যজ্ঞেশ্বরের মনে। কী যেন সে চায়, কী যেন পায়নি। অবধূত রামানন্দের কাছে সে দীক্ষা নেয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে।

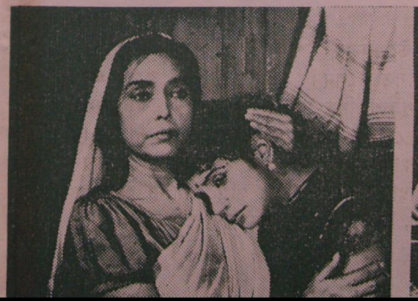

১৯০৫ সাল! ইংরাজ শাসকরা বাংলার নবজাগ্রত জাতীয় চেতনাকে বিনষ্ট করবার জন্যে বঙ্গ বিভাগের হীন চক্রান্ত করেন। নতুন সাড়া জাগে জনগণের মধ্যে—দৃপ্ত প্রতিবাদ দেশের দিকে দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বৈষ্ণব মন্ত্রের শান্ত সমাহিত জগৎ থেকে ছুটে এল যজ্ঞেশ্বর, মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশমাতৃকার মুক্তি-সংগ্রামের মহান ব্রতে। কি বিচিত্র যজ্ঞেশ্বরের সেই সংগ্রামী ভূমিকা! রামানন্দের দেওয়া মুকুন্দদাস নাম নিয়ে স্বাধীনতার বিজয়ভেরী ধ্বনিত হয়ে উঠল মুকুন্দদাসের বজ্র কণ্ঠের গানে গানে। সেই গানে বিমুগ্ধ অশ্বিনীকুমার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে 'চারণকবি মুকুন্দদাস' নামে অভিনন্দিত করলেন। মুকুন্দদাসের কণ্ঠনিঃসৃত সংগীতের বাণী আর সুর সমস্ত দেশবাসীকে মাতিয়ে তুলল, দেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে লাগল বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল বিদেশী শাসক সরকার। পুলিশ কর্তৃপক্ষ বরিশাল থেকে তাড়িয়ে দিল মুকুন্দদাসকে। নির্ভীক চারণকবি বরিশাল ছেড়ে এলেন ঢাকায়। গান ধরলেন সেখানে। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সওয়াশ টাকা পাথেয় দিয়ে মুকুন্দদাসকে ঢাকা ছেড়ে দিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

১৯০৮ সাল। স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তেজনায় শিহরিত বরিশাল। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার বিনা বিচারে বন্দী ও নির্ব্বাসিত হলেন। মুকুন্দদাস দৃপ্ত কণ্ঠে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান গেয়ে উঠলেন। পুলিশ পিছু নিল মুকুন্দদাসের। ঝড় জল দুর্য্যোগের রাতে পুলিশের লঞ্চ মুকুন্দদাসের নৌকার গতিপথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়াল। গ্রেপ্তার হলেন মুকুন্দদাস। বৃটিশ শাসকের কারাগারে বন্দী হ'ল স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক চারণকবি মুকুন্দদাস। বরিশালের কারাগারে তাঁকে রেখে স্বস্তি পেল না ইংরেজ সরকার। নির্বাসিত হলেন তিনি দিল্লী জেলে, তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে।

দিল্লীকারাগারে নির্য্যাতিত দিনগুলির মাঝে মুকুন্দদাস তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনলেন।

চারণকবি মুকুন্দদাস ছাড়া পেয়ে ফিরে এলেন বরিশালে। স্ত্রী-বিয়োগে শোকাতুর মুকুন্দদাস ভেঙে পড়লেন একেবারে। চেষ্টা করেন আবার গান গাইতে কিন্তু কোথায় তাঁর কণ্ঠে সেই বলিষ্ঠ দৃপ্ত সুর। বন্ধু হেম পাশে বসে সেই নিভে যাওয়া অগ্নিশিখাকে আবার প্রজ্বলিত করে তুলতে চেষ্টা করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার এলেন মুকুন্দদাসের গৃহপ্রাঙ্গণে। দেশবন্ধুর আদেশে চারণকবি আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশমাতৃকার সেবায়। তাঁর কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হয়ে উঠল বিদ্রোহের সুর, স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী।

১৯২৫ সালে মুকুন্দদাসের জীবনের পথপ্রদর্শক মহান নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাপ্রয়াণ করেন। আবার ভেঙ্গে পড়েন চারণকবি। ক্লান্ত অবসন্ন দেহমন। হঠাৎ যেন তাঁর সব শক্তি হারিয়ে গেছে।

১৯৩০ সাল। মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বানে সারা দেশ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত ও দেশবন্ধুর কথা স্মরণ করে মুকুন্দদাস অত্যাচারী শাসক ইংরাজ সরকারকে শোনান সাবধান বাণী, তাঁর বজ্র কঠিন কণ্ঠের গানে। দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর বিদ্রোহের সঙ্গীত।

১৯৩৪ সাল। কলিকাতা কোম্পানীর বাগানে বসেছে মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রার বিরাট আসর, হয়েছে বিরাট জনসমাবেশ। চারণকবি গাইছেন 'সাবধান সাবধান সাবধান আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্ত্তিমান···"অকস্মাৎ ছন্দ পতন ঘটে। সুর থেমে যায়। আসরের মাঝে লুটিয়ে পড়েন মুকুন্দদাস। জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

ফিল্ম ক্লাসিক্‌স্ এর

সশ্রদ্ধ নিবেদন

"চারণ কবি মুকুন্দ দাস"

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ নির্মল চৌধুরী

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

আলোক চিত্র ঃ রামানন্দ সেনগুপ্ত ॥ সম্পাদনা ঃ দুলাল দত্ত ॥ শব্দগ্রহণ ঃ নৃপেন পাল। সংলাপ ঃ পরেশ ভট্টাচার্য্য ও হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ বর্হিদৃশ্য-শব্দগ্রহণে ঃ ইন্দু অধিকারী ॥ শিল্প-নির্দেশনা, সত্যেন রায়চৌধুরী ॥ পটশিল্পি ঃ কবি দাসগুপ্ত ॥ রূপসজ্জা ঃ ত্রিলোচন পাল ॥ ব্যবস্থাপনা ঃ সুখময় সেন, ও সন্তোষ রায়চৌধুরী ॥ নাম ভূমিকায় ঃ সবিতাব্রত দত্ত ॥

অন্যান্য ভূমিকায় ঃ ছায়া দেবী, জহর গাঙ্গুলী, তৃপ্তি মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, দ্বিজু ভাওয়াল, নিরঞ্জন রায়, গীতা দে, আশা দেবী, প্রতিমা চক্রবর্তী, শর্মিতা সেনগুপ্ত, অনিমা ঘোষ, স্বপ্না সেন, জয়শ্রী শ্যামলী, ধীরাজ দাস, সমর কুমার, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ চৌধুরী, ভাস্কর রায়, মাঃ অমিতাভ, মাঃ দেবাশীস মাঃ সত্যব্রত, সুলেখন দাস, মণি শ্রীমাণি, খগেন চক্রবর্ত্তী, শশাঙ্ক সেন, রসরাজ চক্রবর্ত্তী, অমর বিশ্বাস, অহীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল রায়চৌধুরী, সমীর লাহিড়ী, রজত বোস, বিমলকান্তি সাহা, সূর্য্যকুমার ঘোষ, ভানু চ্যাটার্জ্জি, কানাই পাল, মিঃ জর্ডিন, মিঃ রেন কনটার, মিঃ হ্যারিস, মিঃ মাষ্টারম্যান, সূর্য্য চ্যাটার্জ্জি, শৈকত পাকরাশী, ফকির কুমার, শক্তি দত্ত, প্রশান্ত বোস, সুদীপ গুহ, বিপুল, শৈলেন, কেষ্ট, প্রভাত, শশাঙ্ক, মধুসুদন, গৌরব, অমিয়, প্রণবেশ, সুশান্ত, নারায়ণ, অমর, সাত্যকি, অজিত, অরুণ, দিলীপ তপন, সত্য, সুখেন, সলিল, মনোরঞ্জন, বাবুয়া ও মাঃ শঙ্কর ॥ গীতরচনা ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চারণ কবি মুকুন্দ দাস।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনা ঃ কনক চক্রবর্ত্তী ও সুনীল দাস ॥ সম্পাদনা ঃ হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ॥ আলোকচিত্র ঃ সুখেন্দু দাশগুপ্ত, মৃন্ময় রায়, কানাই দাস, নুর আলী মণ্ডল ॥ ব্যবস্থাপনা ঃ সুধীর রায়, দুখীরাম নায়েক ॥ শিল্প নির্দেশনা ঃ রবি চ্যাটার্জ্জি ॥ পটশিল্প ঃ প্রবোধ ভট্টাচার্য্য ॥ রূপসজ্জা ঃ নীহার সেন ॥ বহিঃ দৃশ্য শব্দগ্রহণে ঃ রবীন সেনগুপ্ত ॥ শব্দগ্রহণ ঃ অনিল নন্দন, জগুরাম ॥ সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ জ্যোতি চ্যাটার্জ্জি, এডেল মুলান, ভোলানাথ সরকার নেপাল ঘোষ ॥ সঙ্গীত ঃ শৈলেন রায় ॥ যন্ত্রসঙ্গীত ঃ সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ পরিস্ফুটন ঃ অবনী রায়, মোহন চ্যাটার্জ্জি, তারাপদ চৌধুরী, মোহন মজুমদার ॥ আলোকসজ্জাত ঃ সতীশ হালদার, দুখী নস্কর, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, রামলেখন, তপন সেন, মঙ্গল সিং, অনিল পাল, জগন, সতীশ ॥ স্থিরচিত্র ঃ এড্‌না লরেঞ্জ ॥ নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত ঃ সবিতাব্রত দত্ত, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী ॥ ষ্টুডিয়ো ব্যবস্থাপনায় ঃ নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিওয়োতে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত। প্রচার ঃ ফণীন্দ্র পাল ॥ প্রচার-শিল্পী ঃ পূর্ণজোতি।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

সর্ব্বশ্রী, দিলীপ খাঁ নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সব্যসচী মুখোপাধ্যায়, কালীপদ দাস, বাদল দাস, পরেশ ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্ল রায়, শীতল দে, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, বিশ্বভারতী, আনন্দবাজার পত্রিকা ও জগৎবল্লভপুর, গোয়ালপোতা, ধলখিতা গ্রামের সুধী অধিবাসিবৃন্দ ॥

পরিবেশনা ঃ চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।